https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

সূচিপত্র

মানুষের জন্য কি ধর্মের প্রয়োজন?
মানুষের জন্য কি ধর্মের প্রয়োজন?
ধর্ম কি আবশ্যক?
সমাজে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা
সত্য ধর্মের শর্ত ও নিয়মাবলী
কোন ধর্ম আমাদের প্রয়োজন?

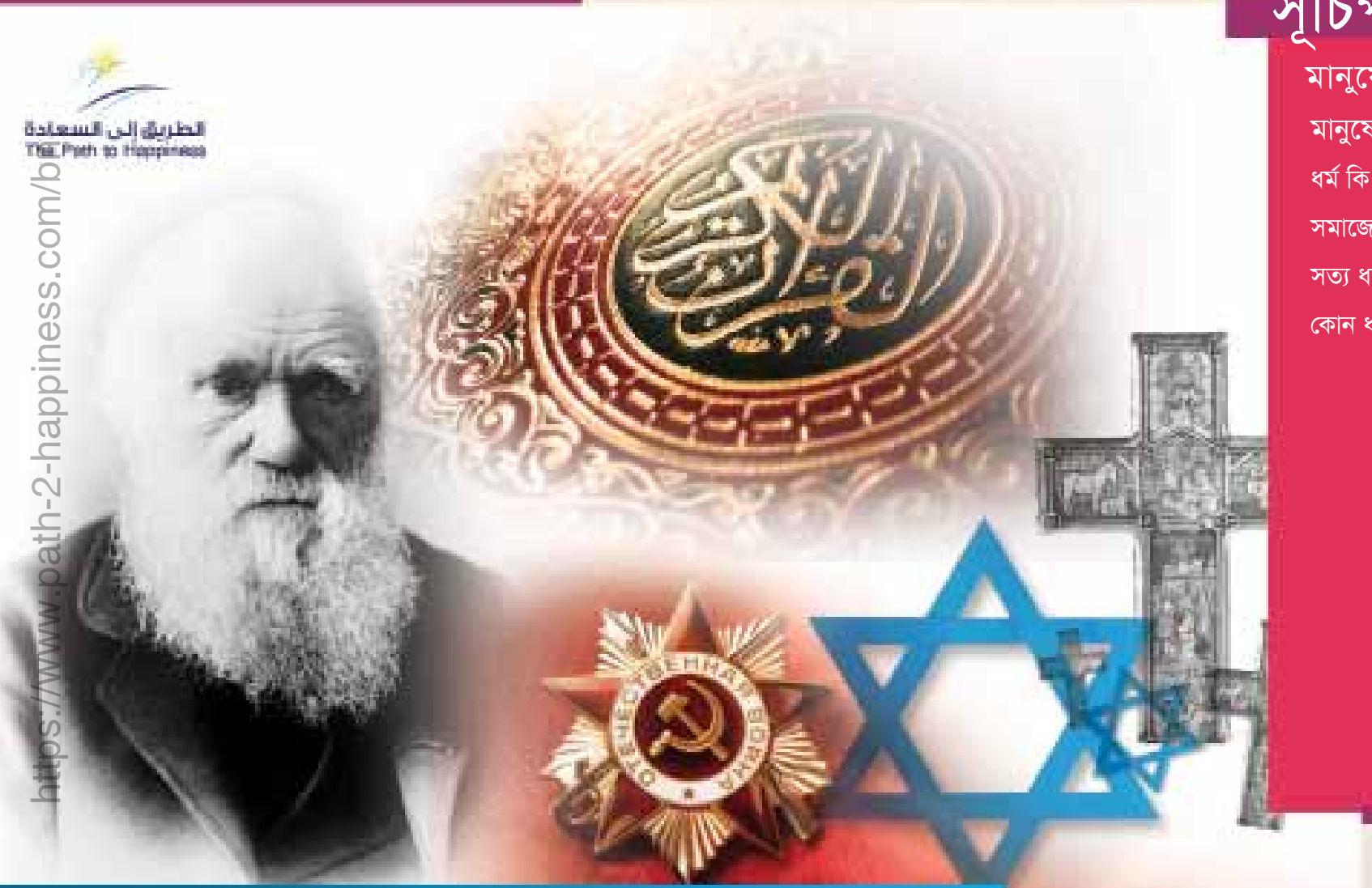

মানুষের জন্য কি ধর্মের প্রয়োজন?

https://www.path-2-happiness.com/bn

মানুষের জন্য কি ধর্মের প্রয়োজন?

ধর্ম কি আবশ্যক?

মানুষ ধর্ম ছাড়া কোনভাবেই বাস করতে পারেনা।

মানুষ যেভাবে স্বভাবগতভাবেই সামাজিক, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বসবাস করতে পারেনা, সেভাবে সে স্বভাবগতভাবেই ধার্মিক, সে ধর্ম ছাড়া স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেনা। ধার্মিকতা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার।

কষ্ট ও বিপদে আপদে পড়লে মানুষ আল্লাহ তায়া'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এটাই তার ধার্মিকতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে।} [আনকাবুতঃ ৬৫]

যেমনিভাবে কোন যন্ত্রের তৈরিকারক ঐ যন্ত্র ও উহার প্রয়োজন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত, তেমনিভাবে মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি ও তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? তিনি তো সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [মুলকঃ ১৪]

কেননা স্রষ্টা দয়ালু, ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। তিনি মানুষের জন্য এমন শরিয়তের প্রবর্তন করেছেন যা তাদের অন্তরকে জাগ্রত করে ও তাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে ঈমানদারগণ,আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর,যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়,যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।} [আনফালঃ ২৪]

শক্তিশালি ফলাফল

ঈমানই হল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সব চেয়ে শক্তিশালী ও মহৎ ফলাফল।

আইনস্টাইন
পদার্থবিজ্ঞানী

এজন্যই যারা নিজেদের স্বভাবজাতের বিরোধিতা করে মূলতঃ নিজেরাই নিজেদের মিথ্যাচার ও অস্বীকৃতি সম্পর্কে {তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান সত্য বলে পরিণাম কেমন হয়েছিল?} [নামলঃ ১৪]

আর এ সব কিছু স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যখন সে বিপদ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন,বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি অ তোমরা সত্যবাদী হও। বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দুরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে।} [আন'আমঃ ৪১-৪২]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভূক্ত।} [যুমারঃ ৯]

ধার্মিক ও রোগী

আমি খুব স্মরণ করি সে সব দিনগুলো যখন মানুষ শুধু বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ নিয়েই আলোচনা করত। কিন্তু এখন সে তর্ক চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। কারণ, সর্বাধুনিক মনো বিজ্ঞান ধর্মের মৌলিক নিয়ম নীতি প্রচার করে, কিন্তু কেন?! কারণ, মানসিক ডাক্তারগন মনে করেন যে, মজবুত ঈমান, ধর্মাচার, ও প্রার্থনা উদ্বেগ, ভয় ও স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা দমন করার জন্য, এবং আমরা যে সব রোগে ভুগছি এর অর্ধেক নিরাময় করার জন্য যথেষ্ট। তাই ডঃ এ এ ব্রেল বলেছেন, সত্যিকার দ্বীনদার ব্যক্তি কখনো মানসিক রোগে ভোগে না।

ডেল কার্নেগী
মার্কিন লেখক

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

গভীর হোন

দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন যথার্থই বলেছেন, " অল্প দর্শনই মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে দর্শনে গভীরতা ধর্মের পথে তাকে ফিরিয়ে আনে।

ডেল কার্নেগী
মার্কিন লেখক

সমস্ত মানবই স্বভাবগতভাবেই সে আল্লাহর ইবাদত স্বীকার করে যার হাতে রয়েছে কল্যাণ, অকল্যাণ, যিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, যা চান তাই করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।} [আন'আমঃ ১৭]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন,তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতিত।} [ফাতিরঃ ২]

মানুষের দু'টি শক্তি রয়েছে। জ্ঞান শক্তি, আরেকটি হলো ইচ্ছাশক্তি। এ দুটোতে তার চেষ্টানুযায়ী সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছায় এবং এভাবেই মানুষ সৌভাগ্য লাভ করে। প্রথমটি অর্থাৎ জ্ঞানের শক্তি হলোঃ আল্লাহ সম্পর্কে তার জ্ঞান, তার সুন্দর নাম ও গুণাবলী, তার আদেশ, নিষেধ, আচরণ, নৈতিকতা,কিভাবে তার নিকটবর্তীজনের পথে চলা যায়,তার পথে চলা ব্যক্তিদের পথে চলে কিভাবে মর্যাদা সুউচ্চ করা যায় তাঁর জ্ঞান এবং মানবাত্মার গভীরের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ইহার রোগব্যাধি,প্রতিরোধ, ক্ষতিকর জিনিস ও যে সব কিছু তার মাঝে ও তার প্রতিপালকের মাঝে বাঁধা সৃষ্টি করে ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করা।

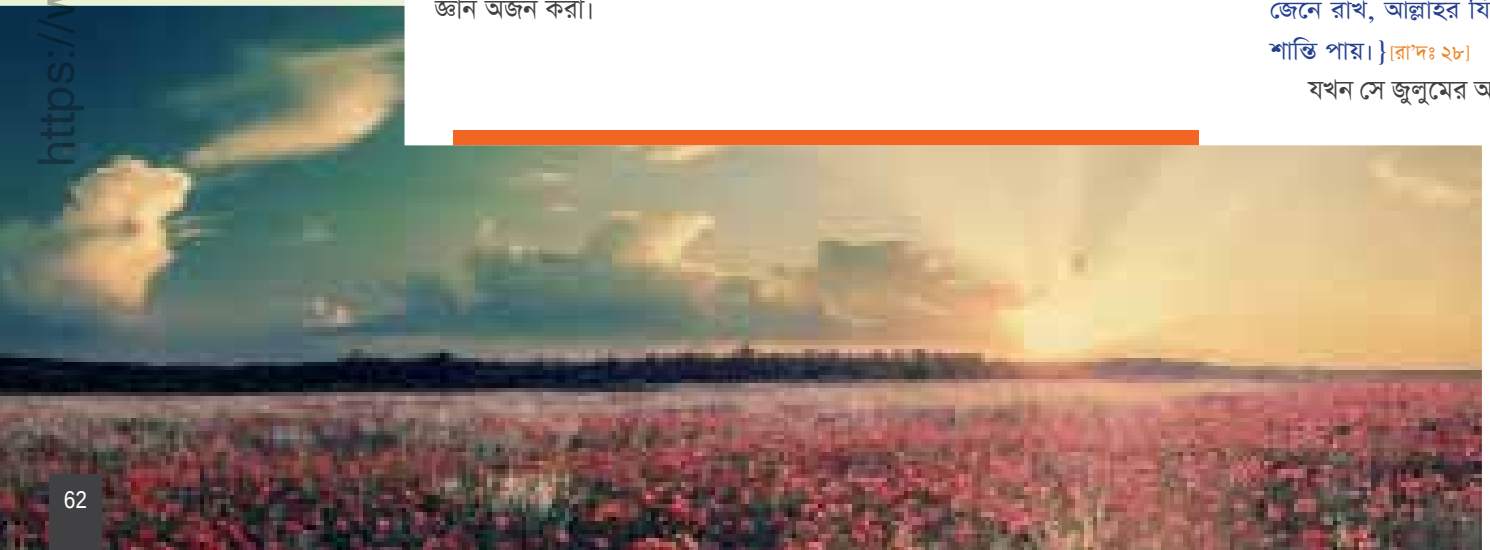

এছাড়াও খোদাভীরুদের আখলাক ধারণ করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও উন্নত করা, এতে তার আত্মা সুউচ্চ ও মহান আত্মায় পরিণত হয়। অর্থহীন পার্থিব সব কিছু ও ভোগ বিলাস থেকে দূরে থাকা। এসব কিছুর উপর ভিত্তি করে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁর স্তর এবংতাঁর স্থান ও মর্যাদা নির্ধারন হয়, বরং এতে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি অর্জিত হয়।

বরং এ সব জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছাশক্তির জন্য পাথেয় ও অবলম্বন, যেহেতু এতে আছে হেদায়েত এবং দৃঢ়তা ও সঠিকপথ । আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{হে ঈমানদারগণ,আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর,যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।} [আনফালঃ ২৪]

নাস্তিকেরা আত্মিক পরিতৃপ্তি ছাড়াও দৈহিক শান্তির ব্যাপারেও তাদের দৈন্যতা স্বীকার করে।তারা যতই ভ্রান্ত কথা সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করুকনা কেন কিন্ত মানুষের প্রকৃত শান্তির জন্য কোন কিছুই পেশ করতে পারেনি।

বিপদে আপদে, বালামুসিবতে মানুষ কার নিকট আশ্রয় পার্থনা করে?! সে শক্ত ভিত্তির কাছে আশ্রয় চায়,আল্লাহ তায়া'লার নিকট আশ্রয় চায়। যেহেতু তার কাছেই রয়েছে সর্বশক্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য্য, উত্তম ভরসা ও সব কাজ তার নিকটই সোপর্দ করা হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।} [রা'দঃ ২৮]

যখন সে জুলুমের আগুনে দগ্ধ হয় এবং তার তিক্ততা অনুভব করে তখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এ মহাবিশ্বের একজন প্রতিপালক আছেন, তিনি বিলম্বে হলেও মাজলুমকে সাহায্য করেন, আখেরাতের দিবসে প্রত্যেক মানুষ তার কৃতকর্মের ফলাফল পাবে, সৎ কর্মশীলকে পুরুস্কার দেয়া হবে আর অসৎ কর্মকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। তখন আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর উপর ভরসা পেয়ে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

স্পষ্ট সত্য

আমার ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের গবেষণা ছিল, শিক্ষা ও জাতী গঠন বিষয়ে। আমি আবিস্কার করেছিলাম যে, ইসলামের মূল রুকন গুলো সামাজিক আর্থিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে জাতীর পুনর্গঠনের জন্য একটি বড় ও মূল্যবান ভিত্তি ও রূপরেখা তুলে ধরে।

ডঃ ডগলাস
রেজিনার মেয়র

https://www.path-2-happiness.com/bn

ধার্মিকতা রোগের জন্য প্রতিকার

মানসিক ডাক্তাররা মনে করেন যে, মজবুত বিশ্বাস, ধর্মাচার, উদ্বেগ ও স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা দমন করার জন্য এবং এসব রোগ নিরাময় করার জন্য যথেষ্ট।

ডেল কার্নেগী
মার্কিন লেখক

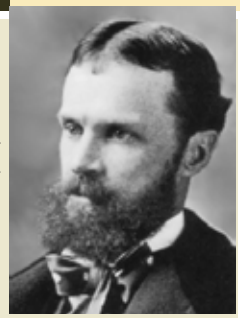

নিজেই নিজের চিকিতসা করুন

মানসিক দুশ্চিন্তার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হল, আল্লাহর উপর ঈমান।

উইলিয়াম জেমস
মার্কিন মনোবিজ্ঞানী

দুয়ের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য

"বস্তুবাদ সবসময় জন্তু ও মানুষের যৌথ দিক গুলোকেই সমর্থন করে, পক্ষান্তরে ধর্ম জোর দেয় এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক বিষয়গুলোর উপর। "

আলী ইযযাত বিগোভিচ
সাবেক বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

{যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোযখ। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান!} [আলে ইমরানঃ ১৬২]

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচিতি পেলনা, তার উপর ঈমান আনলনা, সে সব শক্তি হারিয়ে ফেলে, আরাম, আত্মবিশ্বাস ও সুখ-শান্তি সব কিছুই হারিয়ে ফেলে। তখন সে উদ্বেগ ও দুঃখের ভিতর ঘুরতে থাকে। আত্মিক কোন স্থিরতা বা অভ্যন্তরীণ কোন শান্তি থাকেনা। তার সব লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায় ভোগ বিলাস, ক্ষুধা নিরারণ ও সম্পদ অর্জন। সে তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য জানেনা, জানেনা তার জীবনের লক্ষ্য, বরং দিশেহারা জীবন যাপন করে, যৌনলালসা পূরণের মাধ্যমে শান্তি তালাশ করে। এমনকি তারা জন্তু জানোয়ারের মতই আচরণ করে বরং তাদের চেয়েও অধম জীবন যাপন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।} [ফুরকানঃ ৪৪]

মানসিক বিপর্যয় ও অন্তরের অস্থিরতায় নিপতিত হয়ে সে মুসীবতগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।} [ত্বহাঃ ১২৪]

উপদেশ দাতা ডাক্তারগন

"মানসিক ডাক্তাররা নতুন ধরনের উপদেশদাতা। তারা পরকালে জাহান্নামের শাস্তির আশংকায় আমাদেরকে ধর্মাচারের প্রতি উৎসাহিত করেন না। তারা ধর্মের প্রতি উৎসাহিত করেন এই জীবনে প্রদত্ত নরকের আশংকায়। তা হল জঠরাঘাত, স্নায়ুবৈকল্য এবং পাগলামির নরক।"

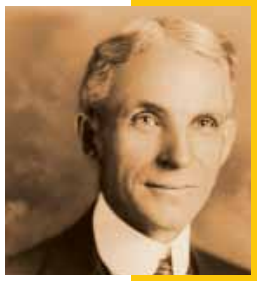

হেনরি ফোর্ড
আমেরিকান ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা

অতএব যারা তাদের রবের পরিচয় পেয়েছে, তার মহানতা জানতে পেরেছে, স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে, সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় থাকে, তাঁর শরিয়তের অনুসরণ করে, তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করে, আর জানে যে, তাঁর ছোট বড়, সুক্ষ্ম অসুক্ষ্ম সব কাজেই সব সময়ই তার রবের মুখাপেক্ষী, আর যারা এসব জানেনা এ দু'য়ের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ,তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।} [ফাতিরঃ ১৫]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

পরিশেষে দুশ্চিন্তা ও বিভ্রান্তি তাকে দূর্ভাগ্য ও কষ্টের নির্মমতায় নিক্ষেপ করে, সে অন্ধের মত এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে, অন্তর সন্দেহ ও হয়রানিতে ভরপুর হয়ে যায়। যখনই শান্তির অনুসন্ধান করে তখন শান্তির নামে শুধু মরিচিকাই পেয়ে থাকে। যদিও দুনিয়ার ভোগ ও আনন্দ লাভ করে, যদিও তারা অনেক বড় পদে অধিষ্ট, কিন্তু যে আল্লাহর পরিচয় পেলনা সে কিই বা লাভ করল? আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে পেল সে কি কিছু হারিয়েছে?!

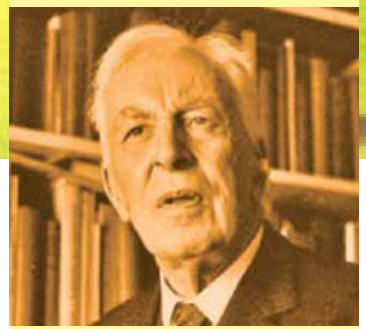

ধর্মই জীবন

"ধর্ম হল মানব স্বভাবের আবশ্যক ঝোক। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষের ধর্মশূন্যতা তাকে ধাবিত করে এক আত্মিক হতাশার দিকে। যা তাকে এমন জায়গায় ধর্মীয় সান্তনা খুঁজতে বাধ্য করে যেখানে সান্তনার কিছুই নেই। "

আর্নল্ড টয়নবি

ব্রিটিশ ঐতিহাসিক

দুশ্চিন্তার যুগ

"আমরা উদ্বেগের যুগে বাস করি। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে কিন্তু তার সুখ ও শান্তি বৃদ্ধি করেনি। বিপরীতে বৃদ্ধি করেছে মানুষের উদ্বেগ, হতাশা এবং অনেক মানসিক রোগ যা এই জীবনের সুন্দর গুলোকে লীন করে দিয়েছে।"

রেনেডোলো

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী
লেখক

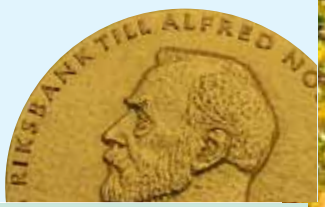

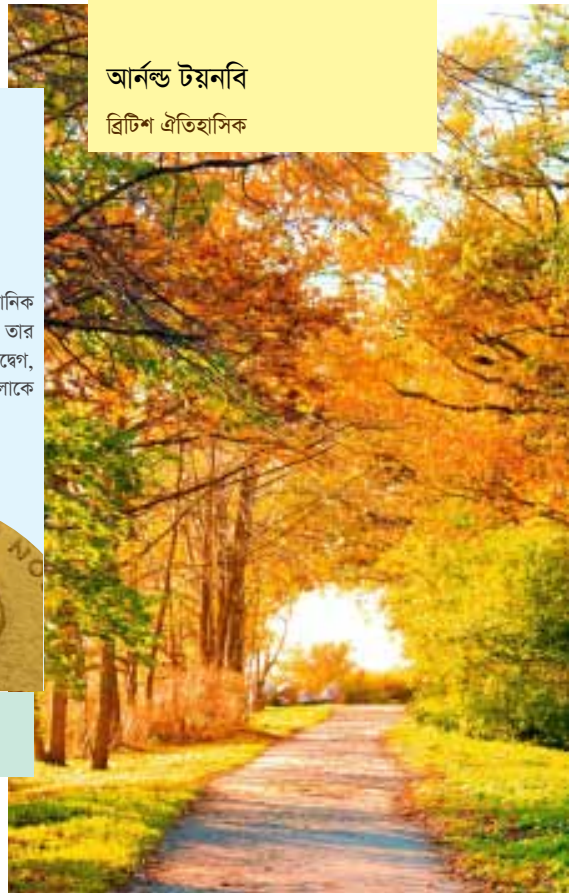

সমাজে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা

স্পষ্ট প্রমান

"আমাদের পছন্দের সব কিছু ম্লান হয়ে যাওয়া এবং বুদ্ধি, জ্ঞান ও শিল্পের স্বাধীনতা শেষ হয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু ধর্মাচার মুছে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং যে বস্তুবাদ মানুষকে জাগতিক জীবনের হীন অঙ্গনেই কোনঠাসা করে রাখতে চায় তার অসারতার স্পষ্ট প্রমান হয়ে ধর্ম টিকে থাকবে।

আর্নেস্ট রিনান

ফরাসি ইতিহাসবিদ

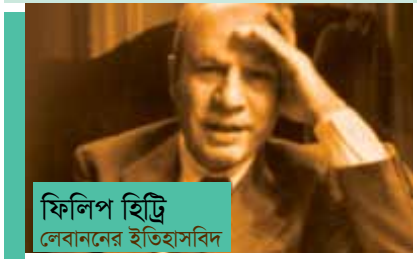

ফিলিপ হিট্রি
লেবাননের ইতিহাসবিদ

সত্য শরিয়া

"ইসলামই শরিয়া ধর্মীয় কি এবং পার্থিব কি এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য করেনা। তা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য বিবৃত করে সুবিন্যস্ত করে। একই ভাবে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কও বিবৃত করে। দীন দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর সব বিধি নিষেধ কোরআনে বিদ্যমান আছে। কোরআনে ছয় হাজার বা তারও বেশী আয়াত আছে। এর মাঝে প্রায় এক হাজার আয়াত শরিয়তের বিধি-বিধান সংক্রান্ত।"

ব্যক্তির জন্য যখন দ্বীন বা ধর্ম অত্যাবশ্যক তখন সমাজের জন্য দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।কেননা ধর্ম হলো সমাজ রক্ষার ঢাল স্বরূপ। যেহেতু পরস্পরের ভালকাজে সহযোগীতা ছাড়া মানবজীবন চলতে পারেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।} [মায়েদাঃ ২]

আর এ সহযোগীতা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়া সম্ভব নয়, যা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব কর্তব্য, ও অধিকার ইত্যাদি নির্ধারণ করে দিবে।

এ ব্যবস্থা এমন একজনের পক্ষ থেকে আসতে হবে যিনি মানবজাতির সব ধরনের প্রয়োজন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও জ্ঞাত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন,তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [মুলকঃ ১৪]

যখনই মানবজাতি দ্বীন, শরিয়ত ও ইহার ব্যবস্থাপনা থেকে পথচ্যুত হবে, তখনই সে সন্দেহ, ভ্রষ্টতা, ঘুর্ণিপাক, অস্থিরতা, দুঃখ ও দুর্দশায় পতিত হবে।

দ্বীনের শক্তির মত কোন শক্তি পৃথিবীর বুকে নেই, তদ্রুপ দ্বীনের নিয়মকানুনের মত সম্মানযোগ্য কোন কানুনও নেই। সমাজের নিরাপত্তা ও

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

এমন ধর্ম খাম-খেয়ালীর কোন জায়গা নেই

"আমরা মনে করি, মুহাম্মাদ সঃ মদিনাতে যে উষ্ণ স্বাগতম পেয়েছিলেন এর অন্যতম কারণ হল, মদিনার জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে মনে হয়েছে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া হল, মদিনায় বিরাজমান বিশৃঙ্খলার সমাধান। কারণ তারা ইসলামে দেখতে পেয়েছিল জীবনের শক্ত নিয়ন্ত্রণ, এবং মানুষের অবাধ প্রবৃত্তি একটি সুবিন্যস্ত নিয়ম নীতির আওতাধিন। তা এমন ক্ষমতা কর্তৃক প্রণীত যা ব্যক্তি প্রবৃত্তির উর্ধ্বে।"

টমাস আর্নল্ড

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

আপনাদের বিবেগ কোথায়?

"কেন তোমরা আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যপারে সন্দেহ সৃষ্টি কর? তিনি যদি না থাকতেন তবে আমার স্ত্রী আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং আমার সেবক আমাকে চুরি করে নিয়ে যেত।"

ভলতেয়ার

ফরাসি দার্শনিক

শান্তির গ্যারান্টি একমাত্র দ্বীনই দিতে পারে। দ্বীনই পারে সমাজে আরাম ও শান্তি দিতে। এর গুরু রহস্য হলো, মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা, যেহেতু তার চলাফেরা, আচার আচরণ ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে এমন জিনিস যা শ্রবণ ও দৃষ্টির বাইরে।আর তা হলো, এমন ঈমানী বিশ্বাস যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, অঙ্গ প্রতঙ্গকে পবিত্র করে এবং তাকে প্রকাশ্য বিষয়গুলোর মত গোপনীয় সব বিষয়েও সচেতন করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল,তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন।} [ত্বহাঃ ৭]

অতএব মানুষ সর্বদাই তার সঠিক বা ভ্রান্ত আকিদার দ্বারা পরিচালিত। যখন তার আক্বীদা সঠিক হবে, তখন তার সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে। আর যখন তার আক্বীদা ভ্রষ্ট হবে তখন তার সব কিছুই ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট হবে। মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা বিধানের ক্ষেত্রে দ্বীন হলো উত্তম রক্ষক। এজন্যই ইহা সমাজের জন্য আবশ্যক। একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যে, শরীরে কৃলবের যেমন স্থান তেমনি সমাজে দ্বীনের স্থান।

দ্বীনের যখন এত গুরুত্ব , আবার দেখা যায় বিশ্বে নানা ধর্ম ও মতবাদ রয়েছে এবংপ্রত্যেক জাতিই তাদের ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট আছে; তাহলে কোনটি সঠিক দ্বীন যা মানবাত্মার সব ধরণের প্রয়োজন মিটাতে পারে। আর সঠিক দ্বীনের শর্তাবলী ও নিয়মাবলীই বা কি?

সত্য ধর্মের শর্ত ও নিয়মাবলী

সর্বদা প্রত্যেক আক্বীদায় বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, সে যে বিশ্বাস করে সেটাই গ্রহণযোগ্য ও সত্য, অন্যেরটা মিথ্যা। এ ক্ষেত্রে নিজেদেরটা নির্ভূল প্রমাণ করতে প্রত্যেক আক্বীদার লোকেরা নানারকম যুক্তি দিয়ে থাকে। মানবরচিত ভ্রান্ত আক্বীদা বা ভ্রষ্ট রূপান্তরিত আক্বীদার লোকেরা নিজেদের আক্বীদাকে নির্ভূল প্রমাণ করতে বলে থাকেন, আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে এ আক্বীদার উপর পেয়েছি, তাই আমরা তাদের অনুসরণ করি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ{ এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। } [যুখরুফঃ ২৩-২৪]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদি ও তাদের বাপ দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। বস্তুতঃ এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির মুক, এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না। } [বাকারাঃ ১৭০-১৭১]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

তারা তাদের এ অবস্থানকে দৃঢ় করতে জ্ঞানহীনভাবে কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই অন্ধ অনুসরণের উপর নির্ভর করে। অথবা মিথ্যা, ভ্রান্ত, পরস্পর বিরোধপূর্ণ যার কোন সনদ ও দলিল নাই এমন সব সংবাদ ও রেওয়াতের উপর নির্ভর করে। ফলে এসব ধর্ম, মতবাদ ও বিশ্বাসের কোন দলিল প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।

সত্য যেহেতু একটিই, একাধিক হতে পারেনা, তাই সব আক্বীদার লোকেরাই সঠিক তা বলাও অসম্ভব। কেননা এতে সত্য পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে। আর ইহা সুস্থ বিবেক অস্বীকার করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [নিসাঃ ৮২]

তাহলে সত্য ধর্ম কোনটি? এর বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী কি যাতে আমরা হুকুম দিতে পারি এ আক্বীদার বিশ্বাসীরা সত্য ও সঠিক আর ইহা ছাড়া অন্যরা ভ্রান্ত ও বাতিল -যাদের মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী পাওয়া যাবেনা-।

সত্য ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী হলোঃ

প্রথমতঃ ধর্মটির মূল উৎস হবে খোদা প্রদত্ত। অর্থাৎ মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসবে। আল্লাহ তায়া'লা ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবী রাসুলের দ্বারা বান্দাহদের কাছে তার বাণী অবতীর্ণ করবেন। কেননা সত্য ধর্ম হলো এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়া'লার প্রেরিত ধর্ম। তিনি তাদের কাছে যে ধর্ম প্রেরণ করেছেন কিয়ামতের দিবসে সে ব্যাপারে সৃষ্টিকূলের কাছ থেকে হিসেব নিবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি,ইসমাঈল,ইব্রাহীম,ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব,ইউনূস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল,প্রাজ্ঞ। } [নিসাঃ ১৬৩-১৬৫]

https://www.path-2-happiness.com/bn

একত্ববাদ

ইসলামের মৌলিক বাস্তবতা হল একত্ববাদ। আল্লাহ এক, মুহাম্মদ সঃ আল্লাহর তায়ালার রাসুল। এতে শিরকের কোন জায়গা নেই। তাই এতে নেই কোন পিতা, নেই কোন পুত্র। ঐশ্বী ও পার্থিব এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বলতে কোন ভাগ নেই। এখানে এক জগত এক ধর্ম।

মিখাইল হিমায
ইংরেজ লেখক

এর উপর ভিত্তি করে বলতে পারি, যে সব ধর্মকে আল্লাহর দিকে নিসবত বা সম্পর্কিত না করে কোন ব্যক্তির দিকে সম্পর্কিত করা হয় তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বাতিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যেসব ধর্ম মানুষের দ্বারা উন্নতি লাভ করে, মানুষ এতে কোন কিছু সংযোগ করে, ইহাকে সজ্জিত করে সে ধর্মও দ্বিধাহীনভাবে বাতিল। কেননা যে ব্যক্তি ধর্মটি উন্নত ও পরিবর্তন করল সে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর চেয়ে বেশী জ্ঞাত নন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।} [মুলকঃ ১৪]

https://www.path-2-happiness.com/bn

তা নাহলে উন্নয়নকারী বা শরিয়ত প্রবর্তকই রব ও ইলাহ হতেন, যিনি সৃষ্টির ভাল মন্দ সম্পর্কে জানবেন। আল্লাহ তায়া'লা এমন শরীক হতে অনেক উর্ধ্বে। তিনি বলেনঃ {তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।} [আলে ইমরানঃ ৮৩]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {অতএব,তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে।} [নিসাঃ ৬৫]

দ্বিতীয়তঃ ধর্মটি এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান করবে। শিরককে হারাম করবে। তাওহীদের প্রতি দাওয়াত সব নবী রাসুলেরই মূল দাওয়াত ছিল। শিরক ও পৌত্তলিকতা সুস্থ স্বভাব ও জ্ঞানবান বিবেক অস্বীকার করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর।} [আম্বিয়াঃ ২৫]

প্রত্যেক নবীই তাদের জাতিকে বলেছেনঃ {সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।} [আ'রাফঃ ৫৯]

অতএব, যে ধর্মই শিরককে মেনে নেয় বা আল্লাহর সাথে কোন নবী রাসুল, ফেরেশতা, অলী, মানুষ বা পাথর ইত্যাদির অংশীদার করে সে সব ধর্ম বাতিল। কেননা ইবাদত শুধুমাত্র এক আল্লাহর, যার কোন শরিক নেই। পৌত্তলিকতা ও শিরক স্পষ্ট ভ্রান্ততা, ভ্রষ্টতা। যে কোন ধর্মই এমনকি যদিও

ইহা অসম্ভব ব্যাপার ও শিরক।

"ছোট শিশুদের কাছেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগাম প্রবণতা আছে। কারণ তারা মনে করে, এ জগতের সব কিছু কোন কারণে সৃজিত হয়েছে। বরং আমরা যদি কিছু শিশুকে একাকী কোন দীপে ফেলে আসি , তারা নিজে নিজে বেড়ে ওঠে তাহলেও তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। "

গ্যাষ্টন ব্যারেট

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের
মানবিক গবেষক

https://www.path-2-happiness.com/bn

তা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে যদি এতে শিরক প্রবেশ করে তাহলে তা বাতিল। আল্লাহ তায়া'লা এ ব্যাপারে উদাহরণ পেশ করে বলেনঃ {হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর,মহাপরাক্রমশীল।} [হাজ্জঃ ৭৩-৭৪]

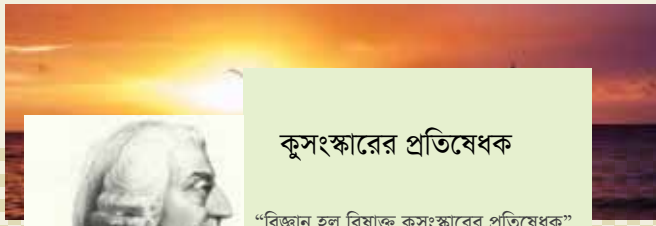

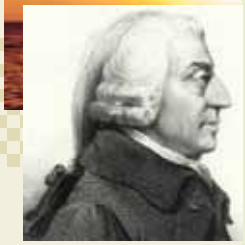

কুসংস্কারের প্রতিষেধক

"বিজ্ঞান হল বিষাক্ত কুসংস্কারের প্রতিষেধক"

অ্যাডাম স্মিথ

স্কটিশ দার্শনিক

তৃতীয়তঃ ইহা সুস্থ স্বভাবের সাথে একমত হতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [রূমঃ ৩০]

আল্লাহ প্রদত্ত স্বভাব ফিতরত হলো যে স্বভাবের উপর মহান আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইহা তার সৃষ্টির অংশ হয়ে যায়। যেহেতু দ্বীন মানুষের স্বভাবের উপযোগী হবেনা এটা হতে পারেনা। তা নাহলে সৃষ্টিকর্তা উক্ত দ্বীনের প্রবর্তক নয়।

https://www.path-2-happiness.com/bn

প্রমাণ দাও

"প্রজ্ঞাবান হল সে ব্যক্তি যে প্রমানের উপর ভিত্তি করে বিশ্বাস করে।"

ডেভিড হিউম

স্কটিশ দার্শনিক

নীতির মাধ্যমে মানুষ

"নীতিহিন ব্যক্তি হল এমন হিংস্র জন্তু যাকে এ জগতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।"

অ্যালবার্ট কামু

ফরাসি দার্শনিক

চতুর্থতঃ সুস্থ আকল বা বিবেকের সাথে একমত হতে হবে। কেননা সত্য ধর্ম আল্লাহর শরিয়ত, আর সুস্থ বিবেকও আল্লাহর সৃষ্টি, তাই আল্লাহর শরিয়ত ও আল্লাহর সৃষ্টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হবে এটা অসম্ভব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।}[হাজ্বঃ ৪৬]

তিনি আরো বলেনঃ {নিশ্চয় নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য। দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক [বৃষ্টি] বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। এগুলো আল্লাহর আয়াত,যা আমি আপনার কাছে আবৃত্তি করি যথাযথরূপে। অতএব, আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে।}[জাসিয়াঃ ৩-৬]

সত্য ধর্ম কাল্পনিকতা, কুসংস্কার বা পরস্পর অসঙ্গতি দ্বারা পূর্ণ থাকতে পারেনা। ইহা সুস্থ বিবেকের পরিপন্থী। এক সময়

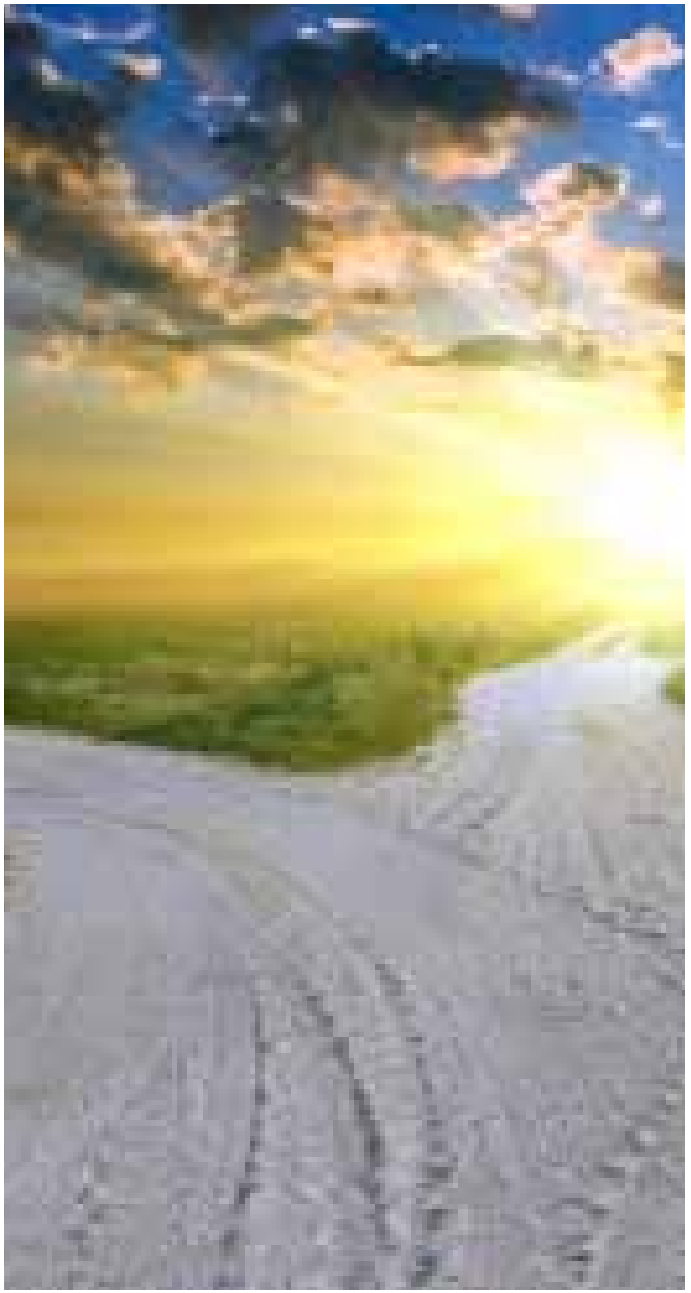

একটি আদেশ দিবেন আবার অন্য সময় অন্য আরেকটি আদেশ দিবেন, একটি জিনিসকে হারাম করবেন, অতঃপর তা একদলের জন্য জন্য তা জায়েজ করবেন, আবার অন্যদের জন্য হারাম করবেন, অথবা সদৃশ বিষয়ে পার্থক্য করবেন, বা বিরোধপূর্ণ দুটি বিষয় একত্রিত করবেন সত্য ধর্ম কখনোই এরূপ হতে পারেনা।

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত,তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।}[নিসাঃ ৮২]

বরং সুস্পষ্ট দলিল প্রমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দিন,তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর।}[বাকারাঃ ১১১]

পঞ্চমতঃ সদাচরণ এবং সৎকর্মের দিকে আহ্বানকারী হবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি বলুনঃ এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তাএই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই, নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্নীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা,সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা,অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।}[নাহলঃ ৯০]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

বাস্তববাদী হোন

"জীবনের প্রতি বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিক পরামর্শ, এবং আত্মপরিশুদ্ধি, দয়া ও কল্যাণমুখী গভীর মানবিকবোধের প্রতি আহবান সহ আরো বিভিন্ন উপকরণ আমার কাছে ইসলাম ধর্মের সত্যতার সব চেয়ে বড় প্রমান।"

জুল

ডেনিশ প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

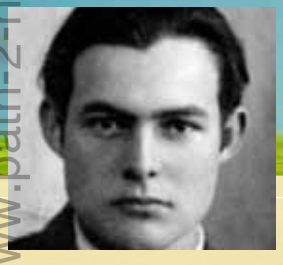

নীতিতে প্রশান্তি

"আমার জানা মতে নৈতিক কাজ হল, যা করার পর প্রশান্তি অনুভব করবে। আর অনৈতিক হল, যা করার পর অস্বস্তি বোধ করবে।"

আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে

আমেরিকান লেখক

অতএব যে সব ধর্ম মিথ্যাচার, হত্যা, জুলুম, চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, অবাধ্যতা ইত্যাদির দিকে ডাকে তা কখনই ধর্ম হতে পারেনা।

ষষ্ঠতঃ মানুষের সাথে তার স্রষ্টার সম্পর্ক ও সৃষ্টির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক গঠন করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে,তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।} [ইউসুফঃ ৪০]

তাই সত্য ধর্ম স্রষ্টার প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য, এমনিভাবে সৃষ্টজগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক গঠন নিয়ন্ত্রণ করবে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্নীয়,এতীম-মিসকীন,প্রতিবেশী,অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।} [নিসাঃ ৩৬]

সপ্তমতঃ মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা দিবে। জাতি, বর্ণ ও গোত্রভেদে কোন পার্থক্য করবেনা। সম্মান ও পার্থক্যের মাপকাঠি হবে মানুষের অর্জন ও তার কর্ম তথা জ্ঞান ও খোদাভীতি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি।} [বনী ইসরাইলঃ ৭০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {হে মানব,আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ,সবকিছুর খবর রাখেন।} [হুজুরাতঃ ১৩]

অষ্টমতঃ ধর্মটি সরল সঠিক পথ দেখাবে, যেপথে কোন বক্রতা নেই। এতে থাকবে মানুষের মুক্তি, ইহা হবে তাদের জন্য আলোকবর্তিকা ও পথপ্রদর্শক। জীন জাতি যখন কোরআন শ্রবণ করে পরস্পরে আলোচনা করতেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তারা বলল,হে আমাদের সম্প্রদায়,আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে।} [আহকাফঃ ৩০]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।} [বনী ইসরাইলঃ ৮২]

এ আলোকবর্তীকা ও পথ প্রদর্শক মানুষকে অন্ধকার ও পথভ্রষ্টতা থেকে আনুগত্যের আলো এবং দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির পথে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।} [মায়েদাঃ ১৫]

উত্তম উত্তরাধিকার

"ইসলাম সভ্য জগতকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন যা দিয়েছে তা হল এর ধর্মীয় আইন, যাকে শরীয়া বলা হয়। ইসলামই শরীয়া সে ক্ষেত্রে এক অনন্য জিনিস। তা হল ঐশী বিধিবিধান যা মুসলিমের জীনকে সর্বাঙ্গিন ভাবে সুশৃঙ্খলিত করে। এতে আছে এবাদত ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধান। আরো আছে দেশ পরিচালনা ও আইনের মূলনীতি। "

জার্মান প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ

জোসেফ শ্যাক্ট

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ {দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী,চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।} [বাকারাঃ ২৫৬-২৫৭]

অসমতা

"সবচেয়ে খারাপ ধরনের অসমতা হল, অসম বস্তুগুলোর মাঝে সমতার প্রচেষ্টা চালানো।"

অ্যারিস্টটল
গ্রিক দার্শনিক

আল্লাহর সাহায্য কামনা করো

"এখন যে হাজার হাজার ব্যথিত মানুষ মানসিক হাসপাতাল গুলোতে চিৎকার করছে, তারা যদি অবলম্বন ও সহযোগী হীনভাবে একাকী জীবন যুদ্ধে অবতীর্ন না হয়ে প্রভূর সাহায্য কামনা করতো তাহলে তাদের মুক্তির হয়তো সম্ভাবনা ছিল।"।

ডেল কার্নেগী
মার্কিন লেখক

https://www.path-2-happiness.com/bn

কোন ধর্ম আমাদের প্রয়োজন?

কোন ধর্মেউপরোল্লিখিত সত্য ধর্মের মাপকাঠিগুলো বাস্তবায়িত হয়?

মূল উৎস হিসেবে ধর্মকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথমটিঃ দুনিয়ার মানব রচিত ধর্ম যা আসমানী ধর্ম নয়। যার নিয়মকানুন নির্ধারণ করেছে মানুষ, মানুষের হাতেই তা উন্নতি লাভ করেছে। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ নয়। যেমনঃ বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, মাজুসি ও পৌত্তলিক ধর্ম। এ সব ধর্ম সত্য ধর্মের থেকে অনেক দূরে, তাদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী এ সব ধর্মের আবিষ্কার হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?} [জাসিয়াঃ ২৩]

এ সব ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম নয়। বরং মানুষের খেয়াল খুশীর ধর্ম। এজন্যই এসব ধর্ম অনেক কুসংস্কার, ভণ্ডামি, শ্রেণী বিন্যাস ও অসঙ্গতিতে ভরপুর। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [নিসাঃ ৮২]

কিন্তু আল্লাহ এক

গবেষকরা পার্থিব সকল ধর্মের উপাস্যদের পরিসংখ্যান করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছেন। প্রাচীন মিশরের উপাস্য হল ৮০০ থেকেও বেশী। হিন্দুদের উপাস্য ১০০০০ থেকেও বেশী। আর উপাস্যের এমন অংশীদারিত্ব ছিল গ্রীসে বৌদ্ধ ধর্মে ও আন্যান্য পার্থিব ধর্মাবলম্বীদের নিকট।

https://www.path-2-happiness.com/bn

দ্বিতীয়টিঃ আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত আসমানী ধর্ম। যেমনঃ {ইহুদী, খৃষ্টান, ও ইসলাম ধর্ম। এ সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য আল্লাহ তায়া'লা শরিয়ত প্রেরণ করেছেন এবং উক্ত শরিয়তকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মূশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন।} [শুরাঃ ১৩]

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, পৃথিবীতে মানব রচিত ধর্মগুলো নানা চিন্তা ভাবনা ও মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে গঠিত, যা মানুষের ইচ্ছামত যা তাদের উপযোগী তা প্রবর্তন করে থাকে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে যখন দেখে এ সব কিছু মানুষের জন্য উপযোগী নয় তখন তারা ইহার উন্নয়ন করতে চেষ্টা করে। এভাবেই তারা সর্বদা দিশেহারা ও অস্থিরতায় থাকে । এসব শরিয়তের বৈশিষ্ট্য হলোঃ

সত্য শরিয়া

"আমি ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছি, মানুষের যেটা দরকার তা হল, ঐশী জীবন ব্যবস্থা। যা সত্যকে সত্যায়িত করবে আর ভ্রান্তিকে অবদমিত করবে।"

টলষ্টয়

রুশ সাহিত্যিক

শিরকঃ প্রত্যেক দিনই তারা নতুন নতুন ইলাহ তৈরি করে। তাদের ইলাহগণ নিজেদের হাতের তৈরি। তারা লক্ষ্য ও চিন্তা করেনা যে আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ থাকা অসম্ভব, কেননা এতে উভয়ের মাঝে দ্বন্ধ অনিবার্য। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে।} [মু'মিনুনঃ ৯১-৯২]

শ্রেণী বিন্যাসঃ যে সব ধর্ম আসমানী নয় তা মানুষের মাঝে অনেক শ্রেণী ও স্তর করে থাকে। কেননা ইহার প্রবর্তকেরা নিজেদের জন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বানায় যা অন্যদের মাঝে নেই। যাতে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারে ও অন্যরা তাদের উপসনা করে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ,সবকিছুর খবর রাখেন।} [হুজুরাতঃ ১৩]

আল্লাহ তায়া'লা কারো দিকে উপহাস ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।} [হুজুরাতঃ ১১]

এজন্যই আল্লাহর কাছে সাদা কালো, জাতি উপজাতি, গোত্র ইত্যাদির কোন মূল্য নেই, অন্যদিকে মানব রচিত ধর্মগুলোতে ভয়ানক শ্রেণী বিন্যাস দেখা যায়।

অন্যায্য শ্রেণীবিন্যাস

হিন্দু স্তরবিন্যাস নিম্নরূপঃ সাদা স্তর, এতে পরিগণিত হয় ধর্ম গুরু ও পণ্ডিত বর্গ। লাল স্তর, এতে পরিগণিত হয় রাজা বাদশা ও অশ্বারোহীরা। হলুদ স্তর, এতে পরিগণিত হয়, কৃষক ও বণিকরা। কাল স্তর, এতে পরিগণিত হয়, হস্তকলা ও খুদ্র শিল্পজীবীরা। আর পঞ্চম স্তর কিংবা অচ্ছুত স্তর নামে যা পরিচিত এতে পরিগণিত হয় নিম্ন পেশাজীবীরা। উচু শ্রেণী নিচু শ্রেনীকে দাস মনে করে আর নিচু শ্রিনী উচু শ্রেণীর সেবা করে।

স্বভাবজাতের বিপরীত হওয়াঃ মানব রচিত ধর্মগুলো স্বাভাবিক স্বভাবের বিপরীত হবে। মানুষকে সেসব কাজ করতে বাধ্য করবে যা তাদের করা সমূচীন নয়। স্বাভাবিক স্বভাব ও সুস্থ বিবেকের বৈপরিত্যে অনেক কাজ করতে বলা হবে। এর অনুসারীরা সরল সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে, তারা সঠিক পথকে অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।} [রূমঃ ৩০]

https://www.path-2-happiness.com/bn

https://www.path-2-happiness.com/bn

কুসংস্কারঃ ইহা কাল্পনিক ও ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাস যার কোন বিবেক প্রসূত বা যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক কোন কারণ নেই। মানব রচিত ধর্মগুলো কুসংস্কার ও কল্পকাহিনীতে ভরপুর, যার কোন দলিল নেই। একটি কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে আরেকটি কুসংস্কার তৈরি করে। আল্লাহ তায়া'লা যথার্থই বলেছেনঃ {বলুন,তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।}{ }[নমলঃ ৬৪]

বৈপরীত্যঃ এসব ধর্মগুলো বৈপরীত্যে ভরপুর। প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠী পরস্পর বিরোধী কাজ কর্ম করে নিজেদের ধর্মের উন্নয়ন করে। আল্লাহ তায়া'লা যথার্থই বলেছেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [নিসাঃ ৮২]

অন্যদিকে আসমানী ধর্মগুলো আল্লাহ তায়া'লার নেয়ামত যা তিনি মানব জাতিকে দান করেছেন। যাতে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হন ও সঠিক পথের দিশা পান। কুসংস্কার, শিরক, স্বভাব ও বিবেকের বৈপরীত্য ইত্যাদিতে ঘূর্ণায়মানদের বিরুদ্ধে যাতে দলিল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নবী রাসুল প্রেরণ করে তাদের কাছে এ ধর্মপৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল,প্রাজ্ঞ।}[নিসাঃ ১৬৫]

বৌদ্ধধর্মের অসঙ্গতি

বৌদ্ধরা -কিংবা তাদের কেউ কেউ- ইলাহকে অবিশ্বাস করে দাবী করে যে, বুদ্ধ আল্লাহর পুত্র। তারা আত্মাকে অস্বীকার করে পুনর্জন্মলাভে বিশ্বাস করে।

https://www.path-2-happiness.com